৭

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 14 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩ ...

বেগম রোকেয়া সংক্রান্ত প্রবন্ধটি বোর্ড বই থেকে উধাও কেন?

অসামান্যা, অসাধারণ এক মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া। তিনি আমাদের সবার কাছে অত্যন্ত সম্মান, শ্রদ্ধা এবং ভালবাসার পাত্রী। কারণ আমরা সবাই জানি, তিনিই এ উপমহাদেশের নারী শিক্ষার বিশেষ করে মুসলিম নারী শিক্ষার অগ্রদূত এবং সর্বোত্তম উজ্জ্বল প্রতীক। অথচ মনে হয়, তাঁকেই আজ অসম্মান, অবহেলা আর অবজ্ঞা করা হচ্ছে আমাদের দেশে (যদিও লোক দেখান বক্তৃতা-বিবৃতি ও গলাবাজি ঠিকই আছে)। আস্তে আস্তে এই উজ্জ্বল আলো যেন হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের শিশুদের চোখের সামনে থেকে। কথাটা বললাম এই কারণে যে, এতদিন ৪র্থ শ্রেণীর বাংলা ১ম পাঠ্যসূচীতে (বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত) তাঁকে নিয়ে একটি প্রবন্ধ ছিল। অথচ ১৯৯৬ (অক্টোবর) সংস্করণে দেখা গেল, সেই প্রবন্ধটি উধাও হয়ে গেছে। এমনকি ১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত কোন পাঠ্য বইতেই তা নেই। এতে কোমলমতি শিশুরা তাঁর সম্পর্কে জানা থেকে ক্রমশ বঞ্চিতপ্রায়। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে আমার প্রশ্ন— আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের কাছে কি আর কোন প্রয়োজন নেই মহীয়সী এই নারীকে? যদি না থাকে তাহলে তাঁকে নিয়ে সময় বিশেষে আপনাদেরই বা কেন এত বক্তৃতা-বিবৃতি, গলাবাজি তথা ভণ্ডামি? আর যদি প্রয়োজন থেকে থাকে (আমাদের বিশ্বাস অবশ্যই আছে), তবে কোন্ বিপজ্জনক অশুভ ও আগ্রাসী শক্তির নির্দেশে আপনারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? কোন্ সাহসে আপনারা অপমান, অবজ্ঞা আর হেয় প্রতিপন্ন করছেন মহীয়সী ও সম্মানিতা এই নারীসহ আরো অনেক মহৎ ব্যক্তিদের? জবাব দেবেন কি? সব শেষে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা আর যাই করুন কোন কালো সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশ, সমাজ, জাতি ও ধর্মকে অন্ধকারে ঠেলে দেবেন না। কারণ এই দেশ, সমাজ ও জাতি-ধর্ম নিয়েই তো আমাদের সব গর্ব, সব অহংকার, সব ভালবাসা। আল্লাহ্ সবার সহায় হোন।

—জেসমিন রহমান (শিক্ষিকা),
ব্লু বার্ড কিণ্ডার গার্টেন,
কলাবাগান, ঢাকা।